কণ্ঠশিল্পী ফকির আলমগীর

বাংলাদেশের জনপ্রিয় গায়ক ও স্বাধীন বাংলা বেতারের কণ্ঠশিল্পী ফকির আলমগীর। সেদিন সন্ধ্যায় কথা হলো তাঁর সঙ্গে। আনন্দকণ্ঠের পাঠকদের জন্য সেই আলাপনের কিছু তুলে ধরা হলো

–আপনি সঙ্গীতে এলেন কিভাবে?

–ছেলেবেলা থেকেই সুরের প্রতি একটা গভীর টান অনুভব করতাম। এবং এ কারণেই আমার বাঁশি শেখা। আমার মনে আছে, ছেলেবেলায় যখনই কোন গানের আসর হতো, সে পালা গানই হোক আর জারি গানই হোক, আমি গান শুনতে সেখানে ছুটে যেতাম।

১৯৬৮-৬৯ সালের কথা। তখন আমি জগন্নাথ কলেজে পড়ি। চারদিকে আন্দোলনের ঝড়। আমি ছাত্র ইউনিয়ন করতাম। এই সময়ে 'ক্রান্তি শিল্পী গোষ্ঠী' নামে একটা সংগঠন হয়। যারা স্বাধীনতার জন্য গান গাইত আমিও তাদের সঙ্গী হয়ে যাই এবং গান গাওয়া শুরু করি। মূলত সেখান থেকেই আমি গণসঙ্গীতের প্রতি আকৃষ্ট হই।

–বর্তমানে বাংলাদেশের গানের অবস্থান কী?

–আমাদের গান খুবই সম্ভাবনাময়। আমাদের দেশে বেশ কিছু ভাল কণ্ঠশিল্পী রয়েছেন। কিন্তু আমরা গানের কথা ও সুরে এখনও দুর্বল। এর পিছনে যৌক্তিক কারণও রয়েছে। আমি সেদিকে যাচ্ছি না। তবে এতটুকু বলতে পারি, এখনও বাংলাদেশে অনেক ভাল গান হয়। ভাল কথা আর সুরও যে পাওয়া যাবে না, তা নয়।

–স্বাধীনতার এত বছর পর স্বাধীনতার মাসে দাঁড়িয়ে বলবেন আমরা কতটুকু স্বাধীন?

দেশ স্বাধীন হওয়ার তিন দশক পর দেখতে হয়, স্বাধীনতার সপক্ষের শিল্পীরা নিষিদ্ধ। স্বাধীনতা বিরোধিতাকারীদের গাড়িতে শোভা পায় লাল-সবুজ পতাকা। বঙ্গবন্ধুর ছবি সংসদ থেকে সরিয়ে ফেলানো হয়। মাঝে মাঝে আমি নির্বাক হয়ে যাই। তারপরেও ভাবতে হয়, আমরা স্বাধীন দেশের নাগরিক।

–আপনার ভবিষ্যত পরিকল্পনা কী?

–আমি একটা হাসপাতাল করেছি। যে বাংলার মানুষ আমাকে এত ভালবাসা দিয়েছে, সেই বাংলার খেটে খাওয়া মানুষের খুব কাছাকাছি যেতে চাই। আমি এমন কিছু করতে চাই, যাতে মানুষ উপকৃত হতে পারে। আমি জানি, আমার ক্ষমতা সীমিত। তবু চেষ্টা করতে তো দোষ নেই?

–আপনার ভক্তদের উদ্দেশে কিছু বলুন?

–ভক্তদের জন্যই তো এত দূর আসা। তাদের ভালবাসা পেয়েই আজ আমি এতটা সাহসী। দুঃখগুলো মুঠোয় পুরে সুখের বার্তা পৌঁছে দেব সুরে সুরে। ভাল হোক সবার। সুন্দর জীবন হোক সবার।

ম সাংস্কৃতিক প্রতিবেদক